দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 30 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

ঢাবি সিনেটে বেহাল দশা

৩৮ পদ শূন্য : আরো ৩৫টি শূন্য হবে জুনে

শাহজাহান তপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে বেহাল দশা বিরাজ করছে। ১০৪ জন সদস্যের মধ্যে ৩৮টি পদই বর্তমানে শূন্য রয়েছে। আরো ৩৫টি পদ আগামী জুন মাসে শূন্য হবে। শূন্য ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে ২৫ জন রেজিস্ট্রার গ্রাজুয়েটের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত জুন মাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী আগামী মে মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ পদগুলো পূরণ করতে হবে। কিন্তু সে নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছেন জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার কারণে নির্বাচন শেষ পর্যন্ত নাও হতে পারে। অন্যদিকে জরুরি ক্ষমতা বিধিমালায় শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কারণে আগামী জুন মাসে শূন্য হতে যাওয়া ৩৫টি শিক্ষক প্রতিনিধি পদের নির্বাচনও আটকে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী সিনেট অধিবেশনের পর সিনেটে অধিকাংশ সদস্যের পদ শূন্য হয়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ, ১৯৭৩ অনুযায়ী সিনেটের ১০৪ জন সদস্য থাকার ৫-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ঢাবি সিনেটে বেহাল দশা

১২-এর পৃষ্ঠার পর

কথা। আর্টিকেল ২০(১)-এর এবিসি অনুযায়ী তিসি, প্রোতিসি, ট্রেজারার, আর্টিকেল ২০(১)-এর ডি অনুযায়ী মনোনীত ৫ জন সরকারি কর্মকর্তা, আর্টিকেল ২০(১)-এর ই অনুযায়ী জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সংসদ সদস্য, আর্টিক্যাল ২০(১)-এর এফ অনুযায়ী তিসি কর্তৃক মনোনীত ৫ জন শিক্ষাবিদ, আর্টিক্যাল ২০(১)-এর জি অনুযায়ী সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত গবেষণা সংস্থার ৫ জন প্রতিনিধি, আর্টিক্যাল ২০(১)-এর এইচ অনুযায়ী একাডেমিক পরিষদ কর্তৃক মনোনীত অধিভুক্ত ও প্রতিনিধিত্বকারী কলেজসমূহের ৫ জন প্রিন্সিপাল, আর্টিক্যাল ২০(১)-এর আই অনুযায়ী একাডেমিক পরিষদ কর্তৃক মনোনীত অধিভুক্ত ও উপাদানকল্প কলেজের ১০ জন শিক্ষক, আর্টিক্যাল ২০(১)-এর জে অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, আর্টিক্যাল ২০(১)-এর কে অনুযায়ী ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি, আর্টিক্যাল ২০(১)-এর এল অনুযায়ী ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি, আর্টিক্যাল ২০(১)-এর এম অনুযায়ী ৫ জন ছাত্রপ্রতিনিধি।

গত ২৭ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদের মেয়াদপূর্ণ হওয়ায় সংসদ ভেঙে গেছে। ফলে আর্টিক্যাল ২০(১) এর ই অনুযায়ী স্পীকার কর্তৃক সিনেটে মনোনীত জাতীয় সংসদ সদস্যদের ৫টি পদ শূন্য রয়েছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যতিরেকে এ পদগুলো পূরণ করা সম্ভব নয়। এদিকে সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত গবেষণা সংস্থার ৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৩ জন ইতোমধ্যে পদে বহাল নেই। তারা হলেন বাংলা একাডেমির প্রাক্তন পরিচালক প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ, জাতীয় জাদুঘরের প্রাক্তন মহাপরিচালক প্রফেসর মাহমুদুল হক ও বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোর্শেদ।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী প্রতি ৩ বছরের জন্য রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ও শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন হয়ে থাকে। বিগত জুন মাসে ৩ বছর পূর্ণ হওয়ার কারণে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের ২৫টি পদ শূন্য হয়ে যায়। এদিকে ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট পদে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ইতোমধ্যে প্রায় ২৬ হাজার ১০০ রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটের তালিকা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আগামী মে মাসে নির্বাচনের মাধ্যমে এ ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধির পদ পূরণ করা হবে। ১৯৯৮ সাল থেকে ছাত্র প্রতিনিধি ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কানুন তৈরী হচ্ছে। সিনেটে ডাকসু প্রতিনিধি থাকার কথা থাকলেও ৯৮ সালে ২৩ মে ডাকসু ভেঙে দেয়ার পর থেকে এ ৫টি পদ শূন্য রয়েছে। সব মিলিয়ে বর্তমানে ১০৪ জনের মধ্যে ৩৮টি পদ শূন্য রয়েছে।

জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার কারণে আগামী জুন মাসে শিক্ষক প্রতিনিধির যে ৩৫টি পদ শূন্য হবে, সে নির্বাচনও যদি না হয়; তবে ৭৩টি পদই শূন্য হয়ে যাবে। অবশ্য সিনেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-রেজিস্টার মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন, আইন অনুযায়ী সিনেটের ৩৫ জন সদস্য নিয়ে কোরাম হয়। সুতরাং ততোধিক সদস্য হলে ভালো, না হলেও কোন সমস্যা নেই।

নির্দিষ্ট সময়ে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট নির্বাচন হবে কিনা এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেন, নির্বাচনের ব্যাপারে আমি এখনো কিছু বলতে পারছি না। জাতীয় দৈনিকগুলোতে বিজ্ঞাপন দিয়ে ইতোমধ্যে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট করা হয়েছে। গবেষণা সংস্থার ৫ প্রতিনিধির মধ্যে শূন্য হওয়া ৩ জনের ব্যাপারে তিনি বলেন, আগামী সিনেট অধিবেশনের আগে এ পদগুলো পূর্ণ হয়ে যাবে।